দেবেন্দ্রনাথ সেনের ‘অদ্ভুত অভিসার’ কবিতার সারসংক্ষেপ আলোচনা কর।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন এক বিশিষ্ট কবি। তাঁর কবিতায় বৈষ্ণব ভাবধারা, প্রেম, সৌন্দর্য, ভক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। তিনি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমভাবকে আধুনিক কাব্যভাষায় নতুন রূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ‘অদ্ভুত অভিসার’ কবিতাটি সেই ধারারই এক অনন্য নিদর্শন। এখানে রাধার কৃষ্ণপ্রেমকে এমন এক আধ্যাত্মিক উচ্চতায় উন্নীত করা হয়েছে যেখানে আত্মা আগে কৃষ্ণের কাছে ছুটে যায়, আর দেহ পরে ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ করে। এই অভিনব কল্পনার জন্যই কবিতাটির নাম হয়েছে ‘অদ্ভুত অভিসার’।

সাধারণভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসার বলতে বোঝায় প্রেমিকার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে গোপনে গমন। কিন্তু এই কবিতায় কবি প্রচলিত ধারণাকে অতিক্রম করে দেখিয়েছেন, রাধার প্রেম এতই গভীর যে কৃষ্ণের বাঁশির সুর শুনেই তাঁর আত্মা প্রথমে কৃষ্ণের কাছে চলে যায় এবং দেহ পরে তাকে অনুসরণ করে। এই আধ্যাত্মিক প্রেমই কবিতার প্রধান বিষয়।

কবিতার সূচনায় কবি দেখিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী বাজিয়েছেন। সেই বাঁশির সুর রাধার হৃদয়ের গভীরতম কুঞ্জে প্রবেশ করে। বাঁশির ধ্বনি কানে পৌঁছানো মাত্রই রাধার আত্মা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সে মুহূর্তেই দ্রুত কৃষ্ণের কাছে, যমুনাতীরে শ্যামসুন্দরের নিকট ছুটে যায়। কিন্তু রাধার দেহ তখনও গৃহে রয়েছে। আত্মা চলে যাওয়ার পর দেহ যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ে। সে ধীরে ধীরে, অচেতনভাবে কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তার চোখে ঘুমের মতো আচ্ছন্নতা, চেতনা লোপ পেয়েছে। সে জানেই না কোথায় যাচ্ছে।পথে বৃক্ষের ডাল তার আঁচল টেনে ধরে, কিন্তু সে কিছুই অনুভব করে না। ভ্রমর তার পদ্মের মতো মুখে বসে গুঞ্জন করতে থাকে, তবুও তার কোনো সাড়া নেই। কোমরের মেখলা পায়ে এসে জড়িয়ে পড়লেও সে থামে না। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়

যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে। কবি বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন—এ এক অপূর্ব অভিসার। আগে আত্মা কৃষ্ণের কাছে গেছে, পরে দেহ সেই আত্মাকে অনুসরণ করছে।

'অদ্ভুত অভিসার' মূলত বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের এক অসাধারণ কাব্যরূপ। এখানে রাধা কেবল প্রেমিকা নন; তিনি জীবাত্মার প্রতীক এবং কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক। বাঁশির ধ্বনি আসলে ঈশ্বরের আহ্বান। সেই আহ্বান শুনে আত্মা সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। কবি দেখিয়েছেন, প্রকৃত প্রেম কেবল দেহের নয়; আত্মার। দেহ জড়, আত্মা চৈতন্যময়। তাই আত্মা প্রথমে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে যায়। দেহ পরে ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ করে। এই ধারণাই কবিতার অভিনবত্ব।

কবিতায় রাধার অচেতন চলার বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কী ঘটছে—কিছুই বুঝতে পারছেন না। সমস্ত মন-প্রাণ কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। প্রেমের এই চরম একাগ্রতাই কবিতার প্রাণ। বৃক্ষের ডাল আঁচল টেনে ধরছে—এ যেন সংসারের মোহ। কিন্তু রাধা সেই মোহে আবদ্ধ হন না। ভ্রমর মুখে বসছে—সে তা অনুভব করেন না। মেখলা পায়ে এসে জড়াচ্ছে—তবুও তিনি থামছেন না। কারণ তাঁর সমস্ত চেতনা কৃষ্ণের মধ্যে নিবিষ্ট। এইভাবে কবি দেখিয়েছেন, ঈশ্বরপ্রেম মানুষকে সমস্ত জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে। রাধার আত্মা আগে কৃষ্ণের কাছে চলে যাওয়া আসলে জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের প্রতীক।

'অদ্ভুত অভিসার' বাংলা কাব্যসাহিত্যের একটি অসামান্য বৈষ্ণব ভাবসম্পন্ন কবিতা। কবিতায় কবি কেবল প্রেমের কথাই ব্যক্ত করেছেন তা নয়; বরং আত্মার মুক্তির কাহিনি ব্যক্ত করেছেন। এখানে আত্মা দেহের চেয়ে শক্তিশালী।দেহ পৃথিবীতে আবদ্ধ, কিন্তু আত্মা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়।রাধার আত্মা আগে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে যাওয়া এবং দেহের পরে অগ্রসর হওয়ার কল্পনা যেন প্রেমের চরম রূপ আত্মসমর্পণ এবং ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত নিবেদনকেই ইঙ্গিত করে।